خیر القرون کی درسگاہیں اور ان کا نظام تعلیم وتربیّت

ইসলামি জ্ঞানচর্চার ইতিহাস

কাযী আতহার মুবারকপুরী রহ.

আবদুল্লাহ আল ফারুক
অনূদিত

মাকতাবাতুল আসলাফ

সূচিপত্র

- মাওলানা রিয়াসাত আলী বিজনুরী রহ.-এর অভিমত..... ১২
- লেখকের ভূমিকা..... ১৪
- অনুবাদকের আরয..... ১৬
- ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানচর্চাকেন্দ্র ও দ্বীনী পাঠশালা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন..... ১৭

কেমন হতো নববী যুগের পাঠশালা?

- হিজরতের আগে মক্কার পাঠশালাগুলো কেমন ছিল? ৩১
- আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু'র মসজিদের পাঠশালা ৩২
- ফাতিমা বিনতুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহা'র ঘরোয়া পাঠশালা ৩২
- আরকাম ইবনু আবিল আরকামের বাড়ির পাঠশালা ৩৩
- মদীনা মুনাওয়ারার পাঠশালাগুলো কেমন ছিল? ৩৬
- বনূ যুরাইক মসজিদের পাঠশালা ৩৭
- কুবা মসজিদের পাঠশালা ৩৮
- মদীনার প্রান্তসীমায় অবস্থিত নাকিউল খাদিমাতের পাঠশালা ৪০
- মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী গামিম পাঠশালা ৪৬
- হিজরত পরবর্তী সময়কালের দ্বীনী পাঠশালাগুলোর চিত্র.....৪৮
- মসজিদে নববীর কেন্দ্রীয় পাঠশালা ৪৮
- নবীজির পাঠশালার শিক্ষার্থীরা কেমন হতেন? ৫৩
- আসহাবুস সুফফা ৫৭
- স্থানীয় শিশু-কিশোর ৬১
- মদীনার পাঠশালায় বিদেশী কিশোর ও যুবক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ ৬৪
- বয়স্ক শিক্ষার্থীদের শিক্ষাব্যবস্থা ৬৭

- অনারব শিক্ষার্থীদের পাঠব্যবস্থা ৬৯
- নারী-সাহাবীদের জন্যে শিক্ষাগ্রহণপদ্ধতি ৭৩
- শিক্ষাদানপদ্ধতি ৭৬
- অধিকতর বোধগম্যতার জন্যে কীভাবে প্রশ্নোত্তর হতো? ৭৮
- প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আগন্তুকদের শিক্ষাদান ৮২
- শিক্ষাথীদের পারস্পরিক আলোচনা..... ৮৪
- শিক্ষার্থীদের জন্যে পরীক্ষা ও সনদ ৮৬
- কুরআন শেখার দুটি পদ্ধতি ৮৮
- কুরআন কারীমের হিফয ও সম্মানিত হাফিযগণ ৯২
- তাজউইদ ও সুকণ্ঠ ৯৩
- কুরআন কারীমের শব্দার্থ প্রসঙ্গে মতভেদ না করার নির্দেশ ৯৪
- হাদীস শিক্ষা ৯৬
- হস্তলিপি শিক্ষা ৯৯
- বংশপরম্পরা সম্পর্কিত বিদ্যা শিখতে উৎসাহ প্রদান ১০২
- আবাসিক শিক্ষার্থী আসহাবুস সুফফার আবাসন ও বোর্ডিং ১০৩
- বহিরাগত শিক্ষার্থী ও প্রতিনিধিদলের খাবার ও বাসস্থান..... ১০৮
- মদীনা মুনাওয়ারার অন্যান্য পাঠশালা ১১৩
- ঘরোয়া পাঠশালা..... ১১৫
- কুরআন কারীমের নৈশ পাঠশালা ১১৫
- মুজাহিদদের জন্যে বিশেষায়িত শিক্ষাব্যবস্থা ১১৬
- বিভিন্ন স্থানে জ্ঞানচর্চা ১১৭
- বিভিন্ন গোত্র ও জনপদের জন্যে শিক্ষক নিয়োগ ১১৮

সাহাবায়ে কিরামের যুগে ইসলামী জ্ঞানচর্চার খণ্ডচিত্র

- দেশে দেশে সাহাবায়ে কিরামের গমন ও দ্বীনী শিক্ষার বিস্তার ১২৪
- সর্বত্র দ্বীনী শিক্ষার পঠন ও পাঠদানের ধারাবাহিক কার্যক্রম ১২৫
- সাহাবায়ে কিরাম দ্বীন শিখিয়ে বেতন নিতেন না ১২৭
- সাহাবীদের শিক্ষা ও বর্ণনা ছিল সর্বপ্রকার সন্দেহ-সংশয় থেকে মুক্ত..... ১২৮

- নবীজির পাঠশালার সনদপ্রাপ্ত সাহাবী ১২৯
- নানা শাস্ত্রে সাহাবায়ে কিরামের গভীর ও সামগ্রিক পাণ্ডিত্য ১৩১
- 'ইলম' শব্দ দ্বারা দ্বীনী ইলম ও হাদীস উদ্দেশ্য ১৩২
- মসজিদে মসজিদে জ্ঞানচর্চার মজলিস আয়োজন ১৩৩
- সাহাবায়ে কিরামের দৃষ্টিতে শিক্ষার আসরের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য ১৩৪
- জ্ঞানচর্চার বৈঠকগুলোর সময়সূচি ও দিনক্ষণ ১৩৬
- জ্ঞানচর্চার মজলিসগুলোর পরিধি ও ধরন কী ছিল? ১৩৯
- শিক্ষাদান ও হাদীস বর্ণনার পদ্ধতি ১৪১
- পাঠশালার মুখপাত্র ও লিপিকার ১৪৩
- কিশোর ও তরুণ শিক্ষার্থীদের ওপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ ১৪৬
- শিষ্যদের সঙ্গে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক ও সদাচরণ ১৪৭
- পাঠদান চলাকালে মিষ্টিমধুর আলাপ ও মজার চুটকি ১৪৯
- অবান্তর কথা কেউ বলে ফেললে সতর্কীকরণ ও সংশোধন ১৫১
- জ্ঞানচর্চা, তথ্যবিনিময়, হাদীস মুখস্থ ও লিপিবদ্ধকরণের প্রতি উৎসাহদান.... ১৫৩
- পরীক্ষাগ্রহণ এবং পাঠদান ও ফতোয়াদানের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ..... ১৫৪
- বহিরাগত শিক্ষার্থীদের ঢল এবং তাদের আবাসন ও আহারের সুবন্দোবস্ত... ১৫৬
- দ্বীনী ইলমের গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী কিছু মনীষীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি.... ১৫৮
- মদীনা মুনাওয়ারার তিনটি ফিকহী প্রাণকেন্দ্র ১৬২
- সাহাবায়ে কিরামের পাঠশালার সদস্যবৃন্দ ১৬৩
- উবাই ইবনু কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু'র পাঠশালা..... ১৬৪
- উবাদা ইবনুস সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু'র পাঠশালা ১৬৮
- সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু'র পাঠশালা..... ১৭০
- বারা ইবনু আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু'র পাঠশালা..... ১৭৩
- জাবির ইবনু আবদিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু'র পাঠশালা..... ১৭৫
- উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার পাঠশালা..... ১৭৯
- আবূ হুরাইরা দাউসী রাদিয়াল্লাহু আনহু'র পাঠশালা..... ১৮২
- আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু'র পাঠশালা..... ১৯০
- সাহল ইবনু সাদ সায়িদী রাদিয়াল্লাহু আনহু'র পাঠশালা..... ১৯৪

- যাইদ ইবনু সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু'র পাঠশালা ১৯৫
- আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু'র পাঠশালা ২০১
- আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু'র পাঠশালা ২১১
- আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র পাঠশালা ২১৯
- আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু'র পাঠশালা ২২৬
- আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু'র পাঠশালা ২৩০
- মু'আয ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু'র পাঠশালা ২৩২
- আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু'র পাঠশালা ২৩৬
- আবূ মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু'র পাঠশালা ২৪১
- আকিল ইবনু আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু'র পাঠশালা ২৪৪
- ইমরান ইবনু হুসাইন রাদি. এর পাঠশালা ২৪৫
- আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল রাদি. এর পাঠশালা ২৪৯
- আবদুর রহমান ইবনু গানাম রাদি. এর পাঠশালা ২৫০
- আবু উমামা বাহিলি রাদি. এর পাঠশালা ২৫২
- ওয়াসিলাহ ইবনু আসকা' রাদি. এর পাঠশালা ২৫৪
- উকবা ইবনু আমির জুহানি রাদি. এর পাঠশালা ২৫৬

তাবিয়ীদের যুগের পাঠশালা

- দ্বীনী শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে সতর্কতা ২৫৯
- শিক্ষাদানকারীর চারিত্রিক ও নৈতিক ভালো-মন্দ পরখ করার আবশ্যকীয়তা ২৬৩
- সনদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ২৬৪
- জ্ঞানসন্ধানে পৃথিবীর দেশে দেশে ২৬৫
- ইলম অন্বেষণে নিয়তের পরিচ্ছন্নতা ও ইখলাস কতটা গুরুত্বপূর্ণ ২৬৬
- কিশোর মনে ইলম শেখার আগ্রহ ২৬৯
- একজন আদর্শ শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য ও শিষ্টাচার কী হবে? ২৭০
- দ্বীন-দুনিয়ার নানা প্রয়োজনে মদীনাবাসীগণ কার শরণাপন্ন হতেন? ২৭৪
- ইসলামী ফিকহ গবেষণা পরিষদ ২৭৭
- দ্বীনচর্চার আসরে ২৭৮

- শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণমূলক পাঠশালায় ২৭৮
- সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যিব রহ. এর পাঠশালা ২৮০
- কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবি বকর রহ. এর পাঠশালা ২৮২
- সালিম ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু উমার রহ. এর পাঠশালা ২৮৫
- উরওয়া ইবনু যুবাইর রহ. এর পাঠশালা ২৮৬
- ইবনু শিহাব যুহরি রহ. এর পাঠশালা ২৮৮
- রবিআ রায়ি রহ. এর পাঠশালা ২৯০
- আসলাম আদাভি রহ. এর পাঠশালা ২৯২
- ইবনু উমার রাদি. এর ভৃত্য নাফে' রহ. এর পাঠশালা ২৯৪
- ইবনু আব্বাস রাদি. এর ভৃত্য ইকরিমা রহ. এর পাঠশালা ২৯৬
- আমরা বিনতু আবদির রহমান আনসারি রহ. এর পাঠশালা ২৯৮
- আলি ইবনু হুসাইন ও সুলাইমান ইবনু ইয়াসার রহ. এর পাঠশালা ৩০০
- আবুয যিনাদ ইবনু যাকওয়ান রহ. এর পাঠশালা ৩০২
- মুহাম্মাদ ইবনু আবি যি'ব রহ. এর পাঠশালা ৩০৪
- আবু জাফর বাকিরুল ইলম রহ. এর পাঠশালা ৩০৫
- মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির রহ. এর পাঠশালা ৩০৬
- মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া আনসারি রহ. এর পাঠশালা ৩০৭
- মূসা ইবনু উকবা, ইবরাহিম ইবনু আকাবা ও মুহাম্মাদ ইবনু আকাবা রহ. এর পাঠশালা ৩০৮
- মুহাম্মাদ ইবনু আজালান রহ. এর পাঠশালা ৩১০
- আলা ইবনু আবদির রহমান রহ. এর পাঠশালা ৩১১
- উবায়দুল্লাহ ইবনু আদি কুরাশি রহ. এর পাঠশালা ৩১২
- ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আনসারি রহ. এর পাঠশালা ৩১২
- মালিক ইবনু আনাস রহ. এর পাঠশালা ৩১৩
- আবদুল আযিয ইবনু আবদিল্লাহ আল মাজশূন রহ. এর পাঠশালা ৩১৬
- মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক রহ. এর পাঠশালা ৩১৮
- আবদুর রহমান ইবনু হুরমুয রহ. এর পাঠশালা ৩১৯
- মুজাহিদ ইবনু জাবর মাখযুমি মাক্কী রহ. এর পাঠশালা ৩২০

- আতা ইবনু আবি রবাহ রহ. এর পাঠশালা ৩২১
- আমর ইবনু দীনার রহ. এর পাঠশালা..... ৩২৪
- আবদুল্লাহ ইবনু আবদির রহমান নওফেলি মাক্কী রহ. এর পাঠশালা..... ৩২৫
- আলকামা ইবনু কয়স কুফি রহ. এর পাঠশালা..... ৩২৭
- আমির শা'বি রহ. এর পাঠশালা..... ৩২৯
- ইমাম আবু হানীফা রহ. এর পাঠশালা ৩৩২
- আবু আমর শাইবানী রহ. এর পাঠশালা ৩৩৬
- আবদুর রহমান ইবনু আবি লায়লা রহ. এর পাঠশালা..... ৩৩৭
- আবু আবদির রহমান সুলামি রহ. এর পাঠশালা ৩৩৮
- হাসান বাসরী রহ. এর পাঠশালা..... ৩৩৯
- মুহাম্মাদ ইবনু সিরিন রহ.-এর পাঠশালা..... ৩৪৩
- আইয়্যুব সাখতিয়ানি রহ.-এর পাঠশালা ৩৪৫
- আবদুল্লাহ ইবনু আউন বাসরী রহ.-এর পাঠশালা..... ৩৪৭
- কতাদা ইবনু দি'আমা সাদুসি রহ. এর পাঠশালা ৩৪৯
- আবু ইদরিস খাওলানি রহ.-এর পাঠশালা ৩৫১
- তাউস ইবনু কায়সান হিময়ারি রহ.-এর পাঠশালা..... ৩৫৩
- আসিম ইবনু উমার আনসারি রহ.-এর পাঠশালা ৩৫৫
- খালিদ ইবনু মা'দান কিলাঈ রহ.-এর পাঠশালা..... ৩৫৬
- ইয়াযিদ ইবনু আবি মালিক হামদানি রহ.-এর পাঠশালা ৩৫৭
- হারিস ইবনু ইয়ামজাদ আশআরী রহ.-এর পাঠশালা..... ৩৫৯
- ইয়াযিদ ইবনু আবি হুবাইব মিসরি রহ.-এর পাঠশালা ৩৫৯
- লায়স ইবনু সা'দ মিসরি রহ.-এর পাঠশালা..... ৩৬১

শিশু শিক্ষালয়

- শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রশিক্ষণপদ্ধতি ৩৬৩
- উমার রাদি. এর আমলে তিনটি মকতব প্রতিষ্ঠা ও সেখানকার শিক্ষকবৃন্দ.... ৩৬৪
- মুসলিম জাহান জুড়ে কুরআনি শিক্ষা কার্যক্রম ও লিপিবদ্ধকরণের সুবন্দোবস্ত.. ৩৬৬
- কুরআন ও দ্বীনী শিক্ষাপ্রদানের জন্যে সম্মানী..... ৩৬৮
- জুমার দিনে মকতব ছুটি ৩৬৯

- মকতবি শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ৩৭০
- মকতবের কারিকুলাম ৩৭১
- দক্ষতা বিবেচনায় শিক্ষকদের ভিন্ন ভিন্ন পদবি ৩৭৩
- বড়দের দৃষ্টিতে মকতবের শিশু শিক্ষার্থী ৩৭৪
- দক্ষতার উৎসব.....৩৭৫
- অনুশাসন ও শাস্তি ৩৭৭
- কুরআন কারীমের শিক্ষক ও লিপিকারদের প্রাণান্ত প্রয়াস ৩৮২
- কয়েকজন বিখ্যাত শিক্ষক ৩৮৫
- মকতবের নিয়ম-নীতি ৩৮৮

মদীনা মুনাওয়ারার দ্বীন ও সাহিত্যচর্চা এবং জ্ঞানবিনিময়ের আসরগুলোর খণ্ডচিত্র

- মাজলিসুল কিলাদা.....৩৯২
- সাত ফকিহের মজলিস ৩৯৭
- আসহাবে শূরা (উপদেষ্টা কমিটি)-এর বৈঠক.....৩৯৯
- নবীজির যুদ্ধজীবন বিশেষজ্ঞদের মজলিস ৪০১
- যাইনুল আবিদিন ও উরওয়া রহ.-এর মজলিস ৪০৩
- ভাষা ও সাহিত্যচর্চার আসর ৪০৩
- আকিক উপত্যকার আসর ৪০৬
- উরওয়া কূপ সংলগ্ন আসর ৪০৮
- ইসহাক ইবনু আইয়্যুব প্রাসাদের আসর.....৪১০
- বনুল মাওলার আসর.....৪১৩

কেমন হতো নববী যুগের পাঠশালা?

لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

> নিশ্চয়ই আল্লাহ ঈমানদারদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের মাঝে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে- যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াত সমূহ পাঠ করেন, তাদের পবিত্র করেন (অর্থাৎ শিরক ইত্যাদি থেকে) এবং তাদের কিতাব ও গভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা শিক্ষা দেন। আর তারা তো পূর্বে স্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যে ছিল। [১৫]

আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরআন ও হিকমাহর শিক্ষক রূপে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। তিনি একজন মুআল্লিম বা শিক্ষক হিসেবেই আগমন করেছেন। নবীজির জীবনের প্রতিটি প্রহর, তাঁর ভেতর ও বাহির, তাঁর দিন-রাত, তাঁর দেশ-বিদেশের অবস্থান—অর্থাৎ তাঁর পবিত্র ব্যক্তিসত্তাই ছিল একটি চলমান পাঠশালা। সব মিলিয়ে এক লক্ষেরও অধিক শিষ্য ও সাহাবী বিভিন্ন সময়ে তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন। এরপর তাঁরা সেই জ্ঞানের ওপর আমল করেছেন ও অন্যদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। দুনিয়াবাসীগণ নিজ নিজ যোগ্যতা ও ধারণক্ষমতা অনুসারে তাঁদের থেকে উপকৃত হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

> আল্লাহ তাআলা আমাকে যেই হিদায়াত ও ইলম-সহকারে পাঠিয়েছেন, তার উদাহরণ ওই মুষলধার বৃষ্টির মতো, যা সকল ভূমির ওপর ঝরঝর বর্ষিত হয়। কিছু ভূমি হয় অত্যন্ত উর্বর। তা পানি শোষণ করে নেয়। সেখানে ঘাসসহ নানা উদ্ভিদ জন্মে। কিছু ভূমি হয় অনুর্বর। যা পানি শুষে নেয় না বটে; তবে ধরে রাখে। তার মাধ্যমে আল্লাহ মানুষদের উপকৃত করেন। তারা সেখান থেকে নিজেরাও পান করে, অন্যদেরকেও পান করায়। আবার কৃষিকাজও করে। এর বিপরীতে কিছু ভূমি হলো পাথুরে ও পাহাড়ি। যা পানি ধরে রাখে না, সবুজ উদ্ভিদও গজায় না। এই তিন ধরনের ভূমি তিন ব্যক্তির উদাহরণ। প্রথম দুটি উদাহরণ হলো ওই ব্যক্তির, যে আল্লাহর

[১৫] সূরা আলে ইমরান : ১৬৪।

> দ্বীন ভালোভাবে বুঝেছে এবং আমার বহন করে আনা ইলম ও হিদায়াত তাকে উপকৃত করেছে। সে নিজে যেমন শিখেছে, তেমনই অন্যদেরকেও শিখিয়েছে। আর শেষ উদাহরণ হলো ওই ব্যক্তির, যে ইলম ও হিদায়াত আসা সত্ত্বেও অজ্ঞতা থেকে মাথা বের করে আনেনি। আল্লাহ আমাকে যেই হিদায়াত দিয়ে পাঠিয়েছেন, তা সে গ্রহণ করেনি।[১৬]

কুরআন ও হাদীসের অবয়বে আজ নববী শিক্ষার এমন এক বিশাল সমৃদ্ধ ভাণ্ডার আমাদের হাতে রয়েছে, যার সঙ্গে তুলনা করা হলে পৃথিবীর অন্যসব ধর্ম ও মতাদর্শকে রিক্ত ও নিষ্কপর্দক মনে হবে। নববী শিক্ষার এই বিশাল ভাণ্ডারের মাঝে জীবনঘনিষ্ঠ সকল বিষয় সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। এ বইয়ের মাঝে আমরা স্রেফ তার একটি ঝলক পাঠকদের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস পাব, যার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাঠশালার খুঁটিনাটি বিষয়গুলো উঠে আসবে। নবীজি এমন কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষক ছিলেন না, যিনি স্রেফ রুটিনমাফিক কিছু গৎবাঁধা বিষয় পড়িয়ে রেখে দিতেন; বরং তিনি ছিলেন এমন অষ্টপ্রহর শিক্ষাদানরত শিক্ষক, যিনি সর্বমুহূর্তে সর্বোতভাবে শিক্ষা দিয়েছেন।

হিজরতের আগে মক্কার পাঠশালাগুলো কেমন ছিল?

হিজরতের পূর্বে মক্কা মুকাররমায় ইসলাম ও মুসলমানদের জন্যে এমন কোনো কেন্দ্রীয় পাঠশালা ছিল না, যেখানে বসে শান্তিতে একদণ্ড পড়ানো যাবে। অর্থাৎ আনুষ্ঠানিকভাবে পঠন ও পাঠদান চালিয়ে যাবার মতো কোনো সুবন্দোবস্ত করা যায়নি। প্রতিটি মুহূর্তে সেখানে নিত্যনতুন দুশ্চিন্তা ও দুর্ঘটনা হাজির হয়ে জীবনটাকে নাড়িয়ে যেত। সেসময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিত্বই ছিল চলমান পাঠশালা। তবে সেসময় কয়েকজন সাহাবী খুবই সঙ্গোপনে লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে কুরআন কারীমের শিক্ষা অর্জন করতেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু ও খাব্বাব ইবনুল আরত রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেছেন। যার ফলে সে যুগের এমন কিছু স্থান ও আসরকে পাঠশালা শব্দে ব্যক্ত করা যেতে পারে, যেখানে নাজুক পরিস্থিতি বিবেচনা করে, প্রয়োজনের তাগিদে কোনো না কোনো ভাবে কুরআন কারীমের পঠন ও পাঠদান হয়েছে।

[১৬] বুখারী : ৭৯।

আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু'র মসজিদের পাঠশালা

এ ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম পাঠশালা হিসেবে হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র মসজিদের নাম উল্লেখ করতে হবে। যেখানে তিনি নামায আদায় করতেন ও কুরআন তিলাওয়াত করতেন। সেটি ছিল একটি উন্মুক্ত জায়গা। আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন সেখানে বসে কুরআন তিলাওয়াত করতেন তখন মক্কার কাফির-মুশরিক পরিবারের ছোট ছোট শিশু ও মহিলারা তাঁর আশপাশে জড়ো হয়ে কুরআন তিলাওয়াত শুনতেন। এমন দৃশ্য কাফিররা কিছুতেই মেনে নিতে পারত না। তারা বলপ্রয়োগ করে হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সেই স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য করে। কিন্তু ইবনুদ দাগিনা নামের এক ব্যক্তি এ কথা বলে তাঁকে ফেরত পাঠান যে, এখন থেকে তিনি নিজ ঘরে নামায পড়বেন ও কুরআন তিলাওয়াত করবেন। আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কিছু দিন তাঁর কথা মেনে চলেন। এরপর তিনি নিজেই বাড়ির সামনে একটি মসজিদ নির্মাণ করে সেখানে নামায-তিলাওয়াত ও অন্যান্য আমলে নিমগ্ন হন। সহীহ বুখারীর মাঝে এসেছে—

> কিছুদিন পর আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর বাড়ির বাইরের উঠানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। সেখানেই তিনি নামায আদায় করতেন ও কুরআন কারীমের তিলাওয়াত করতেন।[১৭]

মসজিদে আবূ বকরের মাঝে কোনো শিক্ষক বা কারী থাকতেন না। এখানে কোনো আনুষ্ঠানিক জ্ঞানচর্চাও হতো না। তবে এটাই ছিল কুরআন তিলাওয়াতের উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররমার বুকে নির্মিত প্রথম কেন্দ্র। কাফির পরিবারের ছোট ছোট শিশুরা এখানে এসে কুরআন তিলাওয়াত শুনত।

ফাতিমা বিনতুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহা'র ঘরোয়া পাঠশালা

কুরাইশী আদাওয়ী বংশের বিদুষী নারী হযরত ফাতিমা বিনতুল খাত্তাব ইবনি নুফাইল রাদিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সহোদর বোন। তিনি তাঁর স্বামী সাঈদ ইবনু যাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সঙ্গে ইসলামের সূচনালগ্নেই মুসলমান হয়েছিলেন। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে নিজ বাড়িতে হযরত খাব্বাব ইবনুল আরত রাদিয়াল্লাহু আনহু'র কাছ থেকে কুরআন কারীমের বিদ্যা অর্জন করতেন।

[১৭] বুখারী : ৩৯০৫।

ইসলাম গ্রহণের আগে একদিন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নাঙা তরবারি হাতে বোনের বাড়িতে হাজির হন। এসে দেখলেন, বোন ও ভগ্নিপতি—দুজনেই কুরআন কারীম পড়ছেন। সীরাতু ইবনি হিশামে এসেছে—

> তাঁদের দুজনের কাছে ছিলেন খাব্বাব ইবনুল আরত রাদিয়াল্লাহু আনহু। তাঁর হাতে একটি সহীফা ছিল। যেখানে সূরা তহা লেখা ছিল। তিনি তাঁদের দুজনকে সেই সহীফা পড়াচ্ছিলেন।[১৮]

সীরাতু হালাবিয়্যাহর মাঝে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র মৌখিক বক্তব্য বর্ণিত রয়েছে যে, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ভগ্নিপতির বাড়িতে দুজন মুসলমানের খাবারের বন্দোবস্ত দিয়ে রেখেছিলেন। যাঁদের একজন খাব্বাব ইবনুল আরত। অন্যজনের নাম মনে নেই। খাব্বাব ইবনুল আরত আমার বোন-ভগ্নিপতির কাছে আসা-যাওয়া করতেন ও তাঁদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন।'[১৯]

এ ব্যাপারে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ কথাও বলেছিলেন—

كَانَ الْقَوْمُ جُلُوْسًا يَقْرَؤُنَ صَحِيْفَةً مَعَهُمْ

> সেই দলটি একসঙ্গে বসে নিজেদের সঙ্গে থাকা একটি সহীফা পাঠ করত।

অতএব, আমরা ফাতিমা বিনতুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহার বাড়িটিকে কুরআন কারীমের শিক্ষাকেন্দ্র ও পাঠশালা ধরে নিতে পারি। যেখানে কমপক্ষে দুজন শিষ্য ও একজন শিক্ষক ছিলেন। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র মন্তব্যের মাঝে ব্যবহৃত 'কওম' (দল) শব্দ নির্দেশ করছে যে, সেখানে দুয়ের অধিক সদস্য অংশগ্রহণ করতেন।

আরকাম ইবনু আবিল আরকামের বাড়ির পাঠশালা

হযরত আরকাম ইবনু আবিল আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু হচ্ছেন সেসব সাহাবীর একজন, যাঁরা সর্বাগ্রে ইসলামগ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। কুরআনের ভাষায়— السابقون الأولون। মক্কা মুকাররমায় তাঁর বাড়িটি ছিল সাফা পাহাড়ের উপর অবস্থিত। ইসলামের ইতিহাসে এ জায়গাটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। মক্কার বরকতময় স্থানগুলোর এটি অন্যতম। এ স্থানটিকে 'দারুল

[১৮] সীরাতু ইবনি হিশাম : ১/৩৪৪।
[১৯] আস-সীরাতুল হালাবিয়্যাহ : ১/৩০১।

ইসলাম' ও 'মুখতাবা' উপাধিতে স্মরণ করা হয়।

নবুওয়াতের পঞ্চম বছর দুর্বল মুসলমানগণ হাবশায় হিজরত করেন। যার ফলে মক্কায় রয়ে যাওয়া অল্পকজন সাহাবীকে অবর্ণনীয় কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। এ কারণে নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম দারুল আরকামে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। এখান থেকেই তাঁরা ইসলামের দাওয়াতী মিশন আঞ্জাম দিতে থাকেন। পাশাপাশি এ বাড়ির চৌহদ্দির ভেতরে দ্বীন ও কুরআন কারীমের পঠন-পাঠনও নিবিষ্টভাবে চলত।

মুসতাদরাকু হাকিমে এসেছে—

> রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের সূচনার দিনগুলোতে এ বাড়িতেই অবস্থান করতেন। এখান থেকেই তিনি লোকদের ইসলামের দাওয়াত দিতেন। বেশ বড় একটি জনসংখ্যা এখানে ইসলাম গ্রহণ করেছে।[২০]

যেসকল সাহাবী আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং যাঁরা সম্প্রতি ইসলাম গ্রহণ করেছেন—তাঁদের সবাইকে এই দারুল আরকামে কুরআন ও দ্বীনের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হতো। ইমাম আবুল ওয়ালিদ আযরাকী রহ. তাঁর *আখবারু মক্কা* গ্রন্থে লিখেছেন—

> রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম এই দারুল আরকামে সমবেত হতেন। নবীজি এখানে তাঁদেরকে কুরআন পড়াতেন ও দ্বীনী শিক্ষা প্রদান করতেন।[২১]

দারুল আরকাম পাঠশালায় যেসব শিক্ষার্থী অবস্থান করতেন, তাঁদের বসবাস ও পানাহারের বন্দোবস্ত প্রসঙ্গে সাইয়্যিদুনা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'নওমুসলিমদের মধ্য থেকে প্রতি দুজনকে কোনো এক সামর্থ্যবান মুসলমানের সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হতো। তাঁরা তাঁর বাড়িতে গিয়ে খাবার খেতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে সঙ্গে নিয়ে এখানে প্রায় একমাস অবস্থান করে গোপনে দ্বীনী শিক্ষার চর্চা ও ইসলামের দাওয়াতী কার্যক্রম চালিয়ে যান। কাজেই স্থানটি যেভাবে তাঁদের জন্যে পাঠশালা ছিল, তদ্রূপ তাঁদের বসবাসের জায়গাও ছিল। পানাহার সম্পন্ন করতেন পূর্ব থেকে বন্দোবস্ত করে রাখা সামর্থ্যবান সাহাবীর বাড়িতে।

[২০] মুসতাদরাকু হাকিম : ৩/৫০২।
[২১] আখবারু মাক্কা : ২/২১০।

এমন দুঃসময়ে সাইয়্যিদুনা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করলে মুসলমানদের শক্তিবৃদ্ধি ঘটে। মুসলমানগণ তখন প্রকাশ্যে কাবাগৃহে নামায আদায় শুরু করেন। তাঁদের মাঝে ঈমানী সাহসিকতার উন্মেষ ঘটে। পরবর্তীকালে হযরত আরকাম ইবনু আবিল আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু এ বাড়ি নিজ সন্তানদের জন্যে ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন।

এ দুটি স্থানের বাইরে মক্কা মুকাররমায় এমন আরো অনেকগুলো স্পট ছিল, যেখানে দুজন দুজন করে বা চারজন করে সাহাবী একত্রিত হয়ে কুরআন কারীমের শিক্ষাগ্রহণ করতেন। বিশেষ করে দারুল আরকামে এসে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানদের সাহস বেড়ে যায়। তাঁরা প্রকাশ্যে উন্মুক্ত জায়গায় বসে কুরআন শোনা-শোনানোর কার্যক্রম শুরু করেন। যখন মুসলমানরা আবূ তালিবের গিরিপথে অবরুদ্ধ ছিলেন, প্রায় দু-তিন বছরের সেই দীর্ঘ মুদ্দতেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। এই গিরিপথে শুধু আবূ তালিবের পরিবারের সদস্যরাই অবরুদ্ধ ছিলেন না; এর বাইরে আরো অনেকের অবস্থানের প্রমাণ পাওয়া গেছে। আর এ কথা সুস্পষ্ট যে, তাঁরা সেখানে দ্বীনী ইলমচর্চাতেই অষ্টপ্রহর ব্যস্ত থাকতেন।

তদ্রূপ সাহাবায়ে কিরাম যখন হিজরত করে হাবশায় থিতু হন, তখন সেখানেও তাঁরা দ্বীনী ইলমের পঠন-পাঠনে নিমগ্ন থাকতেন। তাঁদেরই একজন হযরত মুসআব ইবনু উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু—যাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের পূর্বে শিক্ষকতার দায়িত্ব দিয়ে মদীনায় প্রেরণ করেছিলেন। হাবশার মুহাজিরদের আরেকজন ছিলেন হযরত জাফর ইবনু আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু—যিনি সম্রাট নাজাশির রাজদরবারে ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তিনি সম্রাটের সামনে সূরা মারইয়ামের শুরুর দিক থেকে কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে শোনান, যা শুনে সম্রাটের দু চোখ ঝরঝর অশ্রুতে ভরে ওঠে।

সে যুগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যতম কর্ম ছিল, তিনি নিয়মিত কাফির-মুশরিকদের আড্ডায়, বাজারে, মৌসুমি মেলায় ও হজের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে হাজির হয়ে সবাইকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। তাদেরকে কুরআন কারীম থেকে বিভিন্ন আয়াত পাঠ করে শোনাতেন। এভাবে সে জায়গাগুলোও কুরআন ও দ্বীনের পাঠশালা হয়ে ওঠে।

মদীনা মুনাওয়ারার পাঠশালাগুলো কেমন ছিল?

মক্কা মুকাররমায় সর্বপ্রথম সমাজের দুর্বল-অসহায় লোকজনই ইসলামের দাওয়াতে সাড়া দিয়েছিলেন। যার ফলে তাঁরা স্থানীয় নেতা ও তাঁদের সাঙ্গপাঙ্গদের বিরাগভাজন হন। ফলত তাঁদের ওপর নেমে আসে অবর্ণনীয় নির্যাতন। মদীনা মুনাওয়ারায় মুসলমানদের চিত্র ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে সবার আগে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, অভিজাত ব্যক্তিবর্গ ও গোত্রপতিগণ স্বেচ্ছায়-স্বপ্রণোদিত হয়ে ইসলামগ্রহণ করেন। তাঁরা সর্বোতভাবে ইসলামের সহযোগিতা করতেন। বিশেষ করে তাঁরা নিজ অঞ্চলের অসংখ্য স্থানে কুরআনী শিক্ষার সুবন্দোবস্ত নিশ্চিত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

> কিছু নগরী ও রাজ্য কর্তৃত্বের মাধ্যমে বিজিত হয়েছে। কিন্তু মদীনা বিজিত হয়েছে কুরআন কারীমের মাধ্যমে।

প্রথম বাইআতে আকাবার পরপরই মদীনা মুনাওয়ারায় কুরআন ও দ্বীনী ইলমের চর্চা শুরু হয়ে যায়। আনসারের দুটি শাখা আউস ও খাযরাজের জনগণ থেকে শুরু করে আমত্যবর্গ—দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে চলে আসতে থাকেন। মক্কা থেকে গণহিজরতের দু বছর আগেই সেখানে মসজিদ নির্মাণ ও কুরআনী শিক্ষা প্রবর্তনের ধারাবাহিক কার্যক্রম চালু হয়ে গিয়েছিল। হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু'র ভাষায়—

> রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের দু বছর আগ থেকেই আমরা মদীনায় নিবাস পেতেছিলাম। এ সময় আমরা নিয়মিত মসজিদ নির্মাণ করতাম ও নামায প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত থাকতাম।

দু বছরের এ সময়কালে সেখানে যেসব মসজিদ নির্মিত হয়েছিল, সেখানে যাঁরা ইমামতির দায়িত্ব পালন করতেন, তাঁরা এর পাশাপাশি শিক্ষকতার গুরুদায়িত্বও আঞ্জাম দিতেন। ওই সময় পর্যন্ত শুধু নামায ফরয হয়েছিল, এজন্যে কুরআন কারীমের পাশাপাশি তাঁরা নামাযের আহকাম ও মাসায়িল এবং উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতা শিক্ষা দিতেন। এর পাশাপাশি মদীনাতে তিনটি স্বতন্ত্র শিক্ষালয় চালু ছিল। সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালিত হতো। সেই তিনটি পাঠশালা এমনভাবে পরিচালিত হতো যে, মদীনা নগরীসহ সংলগ্ন সকল উপশহর ও প্রান্তিক জনপদের মুসলমানগণ অনায়াসে সেখান থেকে শিক্ষার্জন করতে পারতেন।

প্রথম শিক্ষালয়টি ছিল শহরের কেন্দ্রস্থলে মসজিদে বনূ যুরাইকে। সেখানে হযরত রাফে ইবনু মালিক যুরাকী আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু শিক্ষা দিতেন। দ্বিতীয় শিক্ষালয়টি ছিল মদীনার দক্ষিণপ্রান্তে খানিকটা দূরত্বে মসজিদে কুবায়। সেখানে হযরত আবূ হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু'র মুক্ত গোলাম হযরত সালিম রাদিয়াল্লাহু আনহু শিক্ষকতার গুরুদায়িত্ব পালন করতেন। এর পাশেই ছিল হযরত সাদ ইবনু খাইসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু'র বাড়ি। যা 'বাইতুল উযযাব' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। মক্কা মুকাররমা থেকে আগত মুহাজিরগণ এ বাড়িতে অবস্থান করতেন। তৃতীয় শিক্ষালয়টি ছিল মদীনা মুনাওয়ারা থেকে খানিকটা উত্তরে 'নাকিউল খাদিমাত' নামক স্থানে। সেখানে হযরত মুসআব ইবনু উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু পড়াতেন। হযরত আসআদ ইবনু যুরারাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু'র বাড়িটিও অনেকটা শিক্ষালয়ের মতো ছিল। এই তিন স্বতন্ত্র বিদ্যাপীঠ ছাড়াও আনসারদের বিভিন্ন গোত্র ও জনপদে নানাভাবে কুরআন ও দ্বীনী আহকামের পঠন-পাঠন চলমান ছিল।

বনূ যুরাইক মসজিদের পাঠশালা

উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, মদীনা মুনাওয়ারার উপর্যুক্ত তিন বিদ্যাপীঠের মধ্য হতে সর্বপ্রথম মসজিদে বনূ যুরাইকের মাঝেই কুরআন কারীমের শিক্ষাকার্যক্রম সূচিত হয়।

اَوَّلُ مَسْجِدٍ قُرِئَ فِيْهِ الْقُرْآنُ بِالْمَدِيْنَةِ مَسْجِدُ بَنِيْ زُرَيْقٍ

> 'সর্বপ্রথম যে মসজিদে কুরআনের পাঠকার্যক্রম শুরু হয়, তা হলো বনূ যুরাইকের মসজিদ।'

এই পাঠশালার শিক্ষক ও কারী হযরত রাফে ইবনু মালিক যুরাকী রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন খাযরাজ গোত্রের শাখা বনু যুরাইকের সদস্য। প্রথম বাইআতে আকাবার দিন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন বিগত দশ বছরে যতটুকু কুরআন নাযিল হয়েছিল, তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে শিখিয়ে দেন। তার মাঝে সূরা ইউসুফও ছিল। তিনি ছিলেন নিজ গোত্রের শীর্ষনেতাদের একজন। তাঁকে মদীনার অন্যতম 'কামিল' (সব্যসাচী/ অলরাউন্ডার) মনে করা হতো। তৎকালীন পরিভাষায় 'কামিল' বলা হতো এমন ব্যক্তিকে, যিনি পড়ালেখা, তীরন্দাযি, সাঁতার—সবকিছুতেই পরিপূর্ণ দক্ষ। হযরত রাফে ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন সেসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তিনি মদীনায়

ফিরে আসার পরপরই নিজ গোত্রের মুসলমানদেরকে কুরআন শিখতে উদ্বুদ্ধ করেন। নিজ গোত্রের একটি উঁচু চত্বরে দ্বীনী শিক্ষাকার্যক্রম চালু করেন। মদীনার বুকে সর্বপ্রথম সূরা ইউসুফের পাঠদান তিনিই দিয়েছিলেন। তিনিই এতদাঞ্চলের প্রথম শিক্ষক। পরবর্তীকালে সেই চত্বরে মসজিদে বনূ যুরাইক নির্মিত হয়। যা শহরের প্রাণকেন্দ্রে মসজিদে গমামার কাছাকাছি দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আগমনের পর হযরত রাফে রাদিয়াল্লাহু আনহু'র দ্বীনী খেদমত, শিক্ষাকার্যক্রম ও প্রশান্তিদায়ক মনোবৃত্তি দেখে অত্যন্ত প্রীত হন। সেই পাঠশালার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সিংহভাগই ছিলেন খাযরাজ গোত্রের শাখা বনূ যুরাইকের মুসলমান।[২২]

কুবা মসজিদের পাঠশালা

দ্বিতীয় পাঠশালাটি ছিল মদীনার উত্তরপ্রান্তে খানিকটা দূরত্বে কুবা নামক স্থানে। যেখানে মসজিদ নির্মিত হয়। আকাবার বাইআতের পর প্রচুর মুসলমান মক্কা মুকাররমা থেকে হিজরত করে মদীনায় চলে আসেন, যাঁদের সিংহভাগই ছিলেন সমাজের দুর্বল ও অসহায় শ্রেণির নাগরিক। অল্প কদিনের মধ্যে এখানে প্রচুরসংখ্যক মুহাজির চলে আসেন। তাঁদেরই একজন হলেন হযরত সালিম রাদিয়াল্লাহু আনহু। যিনি ছিলেন হযরত আবূ হুযাইফার মুক্ত গোলাম। তিনি কুরআন কারীম সম্পর্কে বিস্তর জানতেন। তিনি সাহাবায়ে কিরামকে শিক্ষা দিতেন। নামাযের সময় হলে ইমামতি করতেন। তাঁর শিক্ষাকার্যক্রম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন পর্যন্ত চলমান ছিল। এ প্রসঙ্গে আবদুর রহমান ইবনু গনম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

> রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ১০ জন সাহাবী আমাকে জানিয়েছেন যে, "আমরা কুবা মসজিদে দ্বীনী ইলম অর্জন করতাম। এর কিছু দিন পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে আগমন করেন। তখন তিনি বলেন, 'তোমরা যত ইচ্ছা পড়ো। কিন্তু যতক্ষণ তোমরা নিজ ইলম অনুসারে আমল না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ সাওয়াব দেবেন না।[২৩]

[২২] তাবাকাতু ইবনি সাদ, খণ্ড : ১; আল-ইসাবাহ ২/১৯০; ওয়াফাউল ওয়াফা : ২/৮৫; ফুতুহুল বুলদান : ৪৫৯।
[২৩] জামিউ বায়ানিল ইলম : ২/৬।

এ বর্ণনার মাধ্যমে বুঝে আসে যে, যেসব সাহাবী হিজরত করে কুবায় এসেছিলেন, তাঁদের মাঝে বেশ কয়েকজন ছিলেন কুরআনের আলিম ও শিক্ষার্থী। তাঁদের মাঝে হযরত সালিম রাদিয়াল্লাহু আনহুই ছিলেন সর্বাধিক ইলমের অধিকারী। তিনি নামাযের ইমামতির পাশাপাশি শিক্ষকতার মহান দায়িত্বও পালন করতেন।

এ প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

> 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বে যখন প্রথম ধাপের মুহাজিরদের জামাত আল-আসাবা নামক স্থানে আসে, যা কুবারই একটি জায়গা, তখন আবূ হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু'র মুক্তভৃত্য হযরত সালিম রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁদের নামাযে ইমামতি করতেন। তিনি ছিলেন তাঁদের মাঝে কুরআন সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী।'[২৪]

হযরত সালিম রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন কুরআনের শ্রেষ্ঠতম বাহকদের একজন। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কুরআন তিলাওয়াত শুনে সন্তুষ্ট হয়ে বলেন, 'আল্লাহর শোকর যে, তিনি আমার উম্মতের মাঝে সালিমের মতো কুরআনের জ্ঞানী ও কারী সৃষ্টি করেছেন।' এ ছাড়াও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে বলতেন, 'কুরআনের এই চারজন আলিম ও কারীর কাছে তোমরা কুরআন পড়বে। আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ, আবূ হুযাইফার মুক্তভৃত্য সালিম, উবাই ইবনু কাব ও মুআয ইবনু জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)।'

হযরত সালিম রাদিয়াল্লাহু আনহু এক যুদ্ধাভিযানে মুহাজির সাহাবীদের পতাকাবাহকের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। তখন কিছু লোক তাঁর নেতৃত্ব সম্পর্কে বলাবলি শুরু করলে তিনি তাদের বলেন—

بِئْسَ حَامِلُ الْقُرْآنِ أَنَا إِنْ فَرَرْتُ

> আমি যদি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাই তাহলে আমাকে কুরআনের নিকৃষ্ট বাহক জ্ঞান কোরো।

এরপর তিনি জিহাদ করতে থাকেন। একপর্যায়ে শত্রুরা আঘাত করে তাঁর ডান হাত কেটে ফেলে। তখন তিনি বাম হাতে পতাকা তুলে নেন। একপর্যায়ে সে হাতও ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়ে। তখন তিনি বগলের মাঝে পতাকা নিয়ে

[২৪] বুখারী : ৬৯২।

নেন। একপর্যায়ে মারাত্মক আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তখন তাঁর মনিব হযরত আবূ হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর শরীরের অবস্থা জানতে এগিয়ে আসেন। এসে জানতে পারেন যে, তিনি শহীদ হয়ে গেছেন। তখন বলেন, 'আমার মৃত্যুর পর আমাকে তাঁর পাশে দাফন কোরো।' আবূ হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু সালিম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দত্তক ছেলে হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।[২৫]

এ সকল সুস্পষ্ট বক্তব্য থেকে হযরত সালিম রাদিয়াল্লাহু আনহু'র জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও কুরআন কারীমের নানা বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানগভীরতার বিষয়টি বুঝে আসে। সেই তিনিই কুবার পাঠশালায় লোকজনকে দ্বীন শিক্ষা দিতেন।

হযরত আবূ খাইসামা সাদ ইবনু আবী খাইসামা আওসী রাদিয়াল্লাহু আনহু'র এই বাড়িটি ছিল কুবা মাদরাসার শিক্ষার্থীদের জন্যে অনেকটা আবাসিক হোস্টেলের মতো। তিনি ছিলেন নিজ গোত্র বনূ আমর ইবনু আউফের সরদার। আকাবার বাইআতের সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। সেসময় তিনি যেহেতু পত্নিহীন ছিলেন, এজন্যে তাঁর সেই বাড়ি বলতে গেলে খালিই ছিল। যার ফলে স্ত্রী-সন্তান মক্কায় রেখে আসা মুহাজিরদের আশ্রয়শিবির হয়ে ওঠে সেই শূন্যবাড়িটি। সন্তানহীন অনেক দম্পতিও এখানে আশ্রয় গ্রহণ করে। এ কারণে একসময় বাড়িটি লোকমুখে 'বাইতুল উযযাব' বা 'বাইতুল আগরাব' নামে বিখ্যাত হয়ে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরতের সময় কুবায় হযরত কুলসুম ইবনুল হিদম রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বাড়িতে ওঠেন। হযরত সাদ ইবনু খাইসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সেই বাইতুল উযযাব বাড়িটি ছিল বেশ কাছেই, এজন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সময়ে-অসময়ে সেখানে চলে আসতেন এবং মুহাজিরদের সঙ্গে বসে কুশল বিনিময় করতেন। এ সময় তিনি তাঁদের সঙ্গে খোশালাপও করতেন।[২৬]

কুবার এই পাঠশালার শিক্ষক ও শিষ্যদের সবাই ছিলেন সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণকারী মুহাজিরগণ। তাঁদের সঙ্গে স্থানীয় মুসলমানগণও যুক্ত হতেন।

মদীনার প্রান্তসীমায় অবস্থিত নাকিউল খাদিমাতের পাঠশালা

তৃতীয় মাদরাসাটি ছিল মদীনার উত্তরপ্রান্তে প্রায় এক মাইল দূরত্বে হযরত আসআদ ইবনু যুরারাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু'র বাড়িতে। যা বনূ বিয়াদাহ-এর

[২৫] আল-ইসাবাহ : ৩/৫৭।
[২৬] সীরাতু ইবনি হিশাম : ১/৪৯৩।

হাররাহ তথা রুক্ষপাথুরে ভূমিতে অবস্থিত ছিল। এই জনপদের অবস্থান ছিল বনূ সালামার জনপদ পেরিয়ে নাকিউল খাদিমাত নামক স্থানে। পুরো জায়গাটি ছিল সবুজে ঢাকা উর্বর ভূমি। এখানে খাদিমা নামের এক বিশেষ প্রজাতির ঘাস উৎপন্ন হতো, যা অন্য যেকোনো প্রজাতির ঘাসের তুলনায় বেশ কোমল-নরম হতো। দেখতেও বেশ সুন্দর লাগত। এ দিক থেকে বৃষ্টির পানি গড়িয়ে আকীক উপত্যকায় বন্যায় ঢল নেমে আসত। পরবর্তীকালে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ জায়গাটিকে জিহাদের ঘোড়া পরিচর্যার চারণভূমি বানিয়েছিলেন।

যেহেতু অন্য প্রান্তগুলোর তুলনায় মদীনার এই প্রান্তটি ছিল অনেক বেশি সবুজ-শ্যামল, সেই আকর্ষণের পাশাপাশি নিজস্ব স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও উপকারিতার কারণে অন্যান্য পাঠশালার তুলনায় এ প্রতিষ্ঠানটি একটি স্বতন্ত্র অবস্থান ও আবেদন সৃষ্টি করে।

আকাবার বাইআতে আনসারদের প্রধান গোত্রদ্বয় আউস ও খাযরাজের সরদারগণ ইসলামের আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিবেদন করেন যে, মদীনায় কুরআন ও দ্বীনী শিক্ষা প্রদানের জন্যে আপনি শিক্ষক প্রেরণ করুন। তাঁদের উপর্যুপরি অনুরোধের প্রেক্ষিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মুসআব ইবনু উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রেরণ করেন। ইবনু ইসহাকের বর্ণনানুসারে প্রথম আকাবা বাইআতের পরপরই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মুসআব ইবনু উমাইরকে আনসার সাহাবীদের সঙ্গে মদীনায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর ভাষ্যে—

> 'যখন আনসার সাহাবীগণ বাইআত করে ফিরছিলেন তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের সঙ্গে হযরত মুসআব ইবনু উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রেরণ করেন। তাঁকে নির্দেশ করেন যে, তিনি তাঁদের কুরআন পড়াবেন, ইসলাম শিক্ষা দেবেন এবং তাঁদের মাঝে দ্বীনী প্রজ্ঞা ও সঠিক বিবেচনাবোধ সৃষ্টি করবেন। ফলত মুসআব রাদিয়াল্লাহু আনহু মদীনায় 'কারী' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ওই সময় তিনি হযরত আসআদ ইবনু যুরারাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু'র বাড়িতে থিতু হয়েছিলেন।'

এ দুজন মিলে সমন্বিত প্রয়াসে মদীনার ঘরে ঘরে কুরআন কারীমের শিক্ষা ছড়িয়ে দেন। হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু আনহু কুরআন কারীম শিক্ষা দেবার পাশাপাশি আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের ইমামতিও করতেন। একবছর তিনি মদীনাবাসীকে সঙ্গে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে মক্কা মুকাররমায় হাজির হন, ততদিনে তিনি 'মুকরি' অর্থাৎ কিরাআতের শিক্ষক

হিসেবে লোকমুখে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছেন। হযরত আসআদ ইবনু যুরারাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু জুমুআর নামায ফরয হবার অনেক আগ থেকেই মদীনাতে নিয়মিত জুমুআর নামায আদায় করতেন। সে নামাযেও হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু আনহু ইমামতি করতেন। এ কারণে কিছু কিছু বর্ণনায় তাঁকেই জুমুআ কায়িমকারী অভিহিত করা হয়েছে।

হযরত মুসআব ইবনু উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছাড়াও হযরত ইবনু উম্মি মাকতুম রাদিয়াল্লাহু আনহু এখানে শিক্ষকতা করতেন। তিনি হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সাথেই মদীনায় এসেছিলেন। এ প্রসঙ্গে হযরত বারা ইবনু আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

> আমাদের এখানে সর্বাগ্রে এসেছিলেন হযরত মুসআব ইবনু উমাইর ও ইবনু উম্মি মাকতুম। তাঁরা উভয়ে লোকজনকে কুরআন পড়াতেন।[২৭]

বুখারী শরীফের বর্ণনায় এসেছে—

> তাঁরা উভয়ে লোকদেরকে কুরআন পড়াতেন।[২৮]

যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিশেষত শিক্ষাকার্যক্রম বিস্তারের মিশনে প্রেরণ করেছিলেন, এবং হযরত ইবনু উম্মি মাকতুম রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সঙ্গে ছিলেন, এজন্যে সেই পাঠশালাগুলোর শিক্ষাকার্যক্রমে তাঁর নাম সেভাবে আলোচিত হয়নি। এমনিতেও তিনি অন্ধ ছিলেন বলে খুবই সীমিত পরিসরে শিক্ষকতার দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে পেরেছিলেন।

হযরত মুসআব ইবনু উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথম যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সমৃদ্ধ পরিবারের সন্তান হবার কারণে নানা নিয়ামতের মাঝে বেড়ে উঠেছিলেন। যখন তাঁর পরিবারের লোকজন তাঁর ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি জানতে পারে তখন তারা তাঁকে নির্মম নিপীড়ন করে গৃহবন্দী করে রাখে; কিন্তু তিনি সুকৌশলে সেখান থেকে কোনোমতে বেরিয়ে এসে সোজা হাবশা অভিমুখী হিজরতকারী শরণার্থী কাফেলায় যুক্ত হন। কিছুদিন পর তিনি মক্কায় ফিরে আসেন এবং সেখান থেকে মদীনার উদ্দেশে হিজরত করেন। হযরত বারা ইবনু আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু'র দেওয়া তথ্যমতে, হযরত আসআদ ইবনু যুরারা খাযরাজী নাজ্জারী রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথম আকাবার বাইআতে ইসলাম

[২৭] বুখারী : ৩৯২৫। তাবাকাতু ইবনি সাদ : ১/২২৪।
[২৮] ফাতহুল বারী : ৭/২০৩, (বুলাক মিসর সংস্করণ)। তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৪/২০৬।

গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজ গোত্রের সরদার ছিলেন। আনসার দলপতিদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে কমবয়সী। হিজরতের প্রথম বছর যখন মসজিদে নববী নির্মিত হচ্ছিল, সে বছরেই তিনি ইন্তিকাল করেন। বনূ নাজ্জারের লোকজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবেদন করেন যে, 'আপনি আমাদের জন্যে কোনো গোত্রপতি নির্ধারণ করে দিন।' উত্তরে নবীজি বলেন, 'আমি নিজেই তোমাদের গোত্রপতি।' এক বর্ণনা অনুসারে তিনি আকাবা বাইআতের আগেই মক্কায় গিয়ে মুসলমান হয়েছিলেন। মদীনার আনসারদের মধ্য হতে তিনিই প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

হযরত ইবনু উম্মি মাকতুম রাদিয়াল্লাহু আনহু'র নাম ছিল আমর বা আবদুল্লাহ ইবনু কাইস। সম্পর্কে হযরত খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার মামাতো ভাই। সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীদের একজন তিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণত বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানের সময় তাঁকে মদীনার ভারপ্রাপ্ত প্রধান নিযুক্ত করে যেতেন। তখন তিনিই নামায পড়াতেন। তিনি অন্ধ ছিলেন।

সেই নাকিউল খাদিমাত পাঠশালার একজন শিক্ষার্থী হলেন হযরত বারা ইবনু আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের আগেই আমি কুরআন কারীমের 'তিওয়ালে মুফাসসাল' অংশের অনেকগুলো সূরা মুখস্থ করেছিলাম।' হযরত যাইদ ইবনু সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় আগমনের পূর্বে আমি ১৭টি সূরা পড়ে ফেলেছিলাম। আমি যখন তাঁকে সে সূরাগুলো পড়ে শোনাই তখন তিনি অনেক খুশি হন।'[২৯]

নাকিউল খাদিমাতের এই পাঠশালা স্রেফ কুরআনী মকতব বা দ্বীনী মাদরাসা ছিল না; বরং মদীনা অভিমুখে মুসলমানদের গণহিজরত সংঘটিত হবার আগ পর্যন্ত এটি ছিল এখানকার ইসলামী মারকায। এই ইতিহাস নিশ্চয় কারো অবিদিত নয় যে, আউস ও খাযরাজ দীর্ঘ দিন পরস্পরের বিরুদ্ধে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে জড়িত ছিল। তাদের পরস্পরে সর্বশেষ যে যুদ্ধটি সংঘটিত হয়, ইতিহাসের পাতায় তার নাম 'হরবে বুআস'। যা হিজরতের পাঁচ বছর আগ পর্যন্ত চলমান ছিল। সেই যুদ্ধে দু গোত্রের প্রচুর সম্ভ্রান্ত ও শীর্ষ নেতৃবৃন্দ নিহত হয়। এর বাইরে সাধারণ সদস্যদের মধ্য থেকেও প্রচুর জনবল হতাহত হয়। বলতে গেলে, এই গৃহযুদ্ধ দু গোত্রকে ধ্বংসের দোরগোড়ায় ফেলে দিয়েছিল। এমন প্রেক্ষাপটে

[২৯] তাযকিরাতুল হুফফায : ১/৩০।

ইসলাম তাদের জন্যে সাক্ষাৎ-রহমত প্রমাণিত হয়। হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন—

> আল্লাহর কী কুদরত! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের আগেই বুআস যুদ্ধ সংঘটিত হয়। নবীজি এমন এক পরিস্থিতিতে এখানে আগমন করেন, যখন সেই যুদ্ধের পরিণতিতে ইতিমধ্যে দু গোত্রের মাঝে বিভাজনের প্রাচীর গড়ে উঠেছে। তাদের বড় বড় নেতৃবৃন্দ হতাহত হয়েছে। এভাবে আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যে পূর্ব থেকেই দাওয়াতের পথ পরিষ্কার করেন। যার ফলে লোকজন দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আসতে থাকে।[৩০]

ইসলামের ছায়াতলে চলে আসার পরও দু গোত্রের পরস্পরে কিছুটা হলেও ঘৃণা ও বৈরিতার আবহ ছিল। এক গোত্রের লোকজন অন্য গোত্রের সদস্যের ইমামতি করার ওপর আপত্তি তুলত। এজন্যে দু গোত্রের সদস্যরা হযরত মুসআব ইবনু উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র ইমামতি সর্বসম্মতিক্রমে মেনে নেন। বর্ণনায় এসেছে—

> মুসআব ইবনু উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁদের ইমামতি করতেন। কেননা আউস ও খাযরাজের লোকজন একে অন্যের ইমামতি পছন্দ করতেন না। এজন্যে তিনি দু গোত্রকে একত্র করে ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম জুমুআ কায়িম করেন।

এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের প্রেক্ষাপট সামনে রেখে হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পত্রযোগে লিখে পাঠান যে, তুমি মদীনাবাসীর জুমুআর নামায পড়াও। সম্ভবত এ ধরনের কোনো কর্মকৌশলের প্রেক্ষিতে জুমুআর নামায ফরয হবার আগ থেকেই মদীনাতে জুমুআর জামাত অনুষ্ঠিত হতো। প্রথম জুমুআয় স্রেফ ৪০ জন মুসলমান অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু পরবর্তী জুমুআগুলোতে মুসল্লীর সংখ্যা চারশোতে উন্নীত হয়। প্রথম জুমুআয় একটি বকরি যবেহ করে তার মাধ্যমে উপস্থিত মুসল্লীদের আতিথেয়তা করা হয়। এর মাধ্যমে দু গোত্রের সদস্যদের মনে এত দিনের পুষে রাখা বৈরিতার পরিবর্তে পারস্পরিক সৌহার্দ ও কল্যাণকামিতার প্রেরণা সৃষ্টি হয়।[৩১]

---

[৩০] বুখারী : ৩৭৭৭।

[৩১] বিস্তারিত জানতে পড়ুন, তাবাকাতু ইবনি সাদ, সীরাতু ইবনি হিশাম, ওয়াফাউল ওয়াফা প্রভৃতি গ্রন্থ।

এর পাশাপাশি মদীনাতে ইহুদিদের যেই শনিবারের ধর্মীয় প্রদর্শনী আয়োজিত হতো, তার বিপরীতে তার ঠিক একদিন আগে মদীনার মুসলমানগণ সাপ্তাহিক ঈদ (عيد الأسبوع)-এর আনন্দ-উদ্দীপনা প্রকাশ ও নিজেদের সংঘবদ্ধতার প্রদর্শনী করার উপলক্ষ পেয়ে যান। কেমন যেন ইহুদীদের মুকাবিলায় সেটাই ছিল মুসলমানদের প্রথম সাহসী পদক্ষেপ ও দ্বীনী সংঘবদ্ধতার আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ।

তৃতীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য রয়েছে। তাহলে এতো দিন মদীনার মাটিতে জ্ঞানচর্চার সবচেয়ে প্রভাবশালী কেন্দ্র ছিল ফেহের নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত ইহুদীদের 'বাইতুল মাদারিস'। তারা সেখানে একত্র হয়ে ধর্মীয় বিষয়সমূহের পঠন-পাঠন ও ধর্মীয় প্রার্থনায় লিপ্ত হতো।[৩২] এই দ্বীনী পাঠশালা ও ইসলামী প্রাণকেন্দ্র গড়ে ওঠার মাধ্যমে তাদের সেই বাইতুল মাদারিসের গুরুত্ব বহুলাংশে হ্রাস পায়। এখন আর জ্ঞানচর্চার জন্যে আউস-খাযরাজের লোকজন তাদের কাছে যায় না। নিজেদের প্রতিষ্ঠিত পাঠশালাতেই বহুমুখী জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাচ্ছে। ইসলামের অভ্যুদয়ের আগে আউস ও খাযরাজের মাঝে লেখাপড়ার প্রচলন ছিল খুবই কম। তাদের মাঝে হাতেগোনা দু-চারজন লোক লেখাপড়া জানতেন। যেমন : রাফে ইবনু মালিক যুরাকী, যাইদ ইবনু সাবিত, উসাইদ ইবনু হুদাইর, সাদ ইবনু উবাদা, উবাই ইবনু কাব রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ।[৩৩] ফলত তারা স্থানীয় ইহুদীদের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এ কারণে সে অল্পকজন সাক্ষর সাহাবী মদীনা অভিমুখে মুসলমানদের গণহিজরতের অনেক আগেই স্থানীয় মুসলমানদের মাঝে ব্যাপক শিক্ষাকার্যক্রম ছড়িয়ে দেন। নাকিউল খাদিমাতের ওই পাঠশালা ও ইসলামী জ্ঞানের চর্চাকেন্দ্র এই দু গোত্রের মাঝে সৌহার্দের মেলবন্ধন গড়ে তুলতে অসামান্য ভূমিকা রাখে। স্বাভাবিকভাবে দু গোত্রের লোকজন এই মারকাযের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন।

উপরে আমরা মদীনার যেই তিনটি মাদরাসা বা দ্বীনী পাঠশালার কথা বললাম, তার বাইরেও বিভিন্ন গোত্র ও শাখাগোত্রের মাঝে আরো অনেকগুলো জ্ঞানের বিশেষ আসর বসত। এ ক্ষেত্রে বনূ নাজ্জার, বনূ আবদিল আশহাল, বনূ যাফর, বনূ আমর ইবনু আউফ, বনূ সালিম প্রমুখ গোত্রের মসজিদগুলোর কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেই মসজিদগুলোতেও শিক্ষাকার্যক্রম আয়োজিত হতো। উবাদা ইবনুস সামিত, উতবা ইবনু মালিক, মুআয ইবনু জাবাল, উমর ইবনু সালামা,

[৩২] আল-ইশতিকাক—ইবনু দুরাইদ : ২৬।
[৩৩] ফুতুহুল বুলদান : ৪৫৯।

উসাইদ ইবনু হুদাইর, মালিক ইবনু হুওয়াইরিস রাদিয়াল্লাহু আনহুম সেই মসজিদগুলোর ইমাম ও শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

সেই দ্বীনী মাদরাসাগুলোর শিক্ষাকারিকুলাম কী ছিল? এ প্রশ্নের উত্তর জানার আগে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, তখন পর্যন্ত সমস্ত ইবাদাতসমূহের মধ্য হতে স্রেফ নামায ফরয ছিল। আর আকাবার বাইআতের অনুষ্ঠানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসার পুরুষদের কাছ থেকে মদীনার মহিলাদের বাইআতও নিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁরা তখন এ মর্মে বাইআতাবদ্ধ হয়েছিলেন যে, আমরা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে অংশীদার করব না। চুরি করব না। ব্যভিচার করব না। নিজেদের সন্তানদের হত্যা করব না। কারো ওপর অপবাদ আরোপ করব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো আদেশের অবাধ্যতা করব না।

সেই দ্বীনী পাঠশালাগুলোতে কুরআন তিলাওয়াত ও নামাযের বিভিন্ন বিধানের পাশাপাশি উপরে আলোচিত বাইআতের সকল অনুষঙ্গের ব্যাপারেও যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রেরণ করার সময় তিনটি বিষয়ে নির্দেশ করেছিলেন—

> নবীজি আদেশ করেছিলেন যে, তিনি তাদের কুরআন পড়াবেন, ইসলাম শিক্ষা দেবেন এবং তাঁদের মাঝে দ্বীনী দূরদর্শিতা ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করবেন। তিনি মদীনাতে 'মুকরি' বা কিরাআতের শিক্ষক নামে পরিচিত ছিলেন।[৩৪]

উপর্যুক্ত নববী নির্দেশনা অনুসরণ করে সেই মাদরাসাগুলোতে কুরআন কারীমের তালিম দেওয়া হতো। দ্বীন শেখানো হতো। সাধারণত বিভিন্ন আয়াত ও সূরা মুখস্থ করানো হতো। সেই পাঠশালাগুলোতে যেমন দিবস-রাত ও সকাল-সন্ধ্যার ছকবাঁধা রুটিন মেনে চলার বাধ্যবাধকতা ছিল না। তেমনই যেকোনো ব্যক্তির সেখান থেকে উপকৃত হবার অবারিত অনুমতিও ছিল।

মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী গামিম পাঠশালা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র ব্যক্তিসত্তাই ছিল ইসলামী শিক্ষার জীবন্ত পাঠশালা। এমনকি নবীজি যখন হিজরতের সফরে বিস্তীর্ণ মরুভূমি পাড়ি দিচ্ছেন, সেই দুর্গম যাত্রাপথেও তিনি কুরআন কারীমের শিক্ষাকার্যক্রম অব্যাহত

[৩৪] সীরাতু ইবনি হিশাম : ১/৪৩৪।

রেখেছিলেন। মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওয়ারার মধ্যবর্তী গামিম নামক স্থানে নবীজি সূরা মারইয়ামের পাঠদান করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ইবনু সাদ রহ. লিখেছেন—

> যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে মদীনা অভিমুখে হিজরত করেন এবং গামিম নামক স্থানে পৌঁছেন তখন বুরাইদা ইবনুল হুসাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজির কাছে হাজির হন। নবীজি তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলে সঙ্গীদের নিয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। সেখানে প্রায় ৮০টি পরিবারের লোকজন ছিল। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশার নামায আদায় করেন। সবাই নবীজির পেছনে জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করে।
>
> রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে রাতে বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সূরা মারইয়ামের শুরুর দিকের কিছু আয়াত শিখিয়ে দেন। এর কিছুদিন পর বদরযুদ্ধ ও উহুদযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর যখন বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু দ্বিতীয়বার মদীনায় আগমন করেন তখন তিনি সূরা মারইয়ামের অবশিষ্ট অংশ পড়ে নেন। এরপর থেকে তিনি নবীজির সঙ্গী হয়ে অবশিষ্ট জীবন মদীনাতেই যাপন করেন।[৩৫]

অন্য বর্ণনায় এ ঘটনা আরো সংক্ষেপে এভাবে এসেছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরতের সফরের এক পর্যায়ে হযরত বুরাইদা ইবনুল হুসাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু'র পাশ দিয়ে গমন করেন। তখন তিনি নবীজির সংস্পর্শে এসে মুসলমান হন। নবীজি তাঁকে সূরা মারইয়ামের কিছু প্রাথমিক আয়াত শিক্ষা দেন। উহুদযুদ্ধের পর বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু মদীনায় এসে অবশিষ্ট সূরার পাঠ গ্রহণ করেন।[৩৬] হাফিয ইবনু হাজারও একই কথা লিখেছেন।[৩৭]

গামিম হচ্ছে মদীনার কাছাকাছি রাবেগ ও জুহফার মাঝামাঝি, বা উসাইফান ও মাররুয যহরানের মধ্যবর্তী একটি জায়গা।[৩৮] এখানে বনূ আসলাম গোত্রের ৮০টিরও অধিক পরিবার বাস করত। পরিবারের সদস্যসংখ্যা হিসেব করলে কয়েক শ' হবে। তাঁদের মধ্য হতে হযরত বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সঙ্গী ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর সবাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

[৩৫] তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৪/২৪২।
[৩৬] প্রাগুক্ত : ৭/৩৬৫।
[৩৭] আল-ইসাবাহ : ১/১৫১।
[৩৮] ওয়াফাউল ওয়াফা : ৪/১২৭৮।

পেছনে ইশার নামায আদায় করেন। এর পাশাপাশি বিভিন্ন কিতাবে তখন হযরত বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু যে কুরআন কারীমের শিক্ষাগ্রহণ করেছেন, সে কথাও সুস্পষ্ট এসেছে।

বুরাইদা ইবনু হুসাইব ইবনি আবদিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন শীর্ষ সম্মাননার অধিকারী সাহাবীদের একজন। তিনি ১৬টি গাযওয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করেছেন। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু'র শাসনামলে খোরাসানে জিহাদ করেছেন। পরবর্তীতে তিনি মারভ নগরীতে বসতি স্থাপন করেন। সেখানে ৬৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তাঁর ফযীলত ও সম্মাননা প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করলে লম্বা আলোচনা করা যাবে।

হিজরত পরবর্তী সময়কালের দ্বীনী পাঠশালাগুলোর চিত্র

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে, হিজরতের পূর্বে মদীনা মুনাওয়ারায় তিনটি উল্লেখযোগ্য মাদরাসা গড়ে উঠেছিল। এর পাশাপাশি স্থানীয় মসজিদগুলোর ইমামগণও দ্বীনী শিক্ষা দিতেন। হিজরতের পরপর মসজিদে নববী নির্মিত হয়। এর মাধ্যমে মদীনার বুকে একটি কেন্দ্রীয় দ্বীনী পাঠশালা গড়ে ওঠে। মদীনার অন্যান্য ছোট-বড় পাঠশালাগুলো এই প্রধান শিক্ষাকেন্দ্রের অধীনে চলে আসে। এর পাশাপাশি চলতে থাকে বিভিন্ন গোত্রে যোগ্য কারী ও শিক্ষক প্রেরণের ধারাবাহিক কার্যক্রম। তাঁরা সেই গোত্রে গিয়ে লোকদেরকে কুরআন ও দ্বীনী নানা বিষয় শিক্ষা দিতেন। নবীজির যুগে মদীনা মুনাওয়ারা ছাড়াও মক্কা, তায়িফ, নাযরান, ইয়ামান, ওমান প্রভৃতি স্থানে স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষাকার্যক্রমের সুবন্দোবস্ত গড়ে তোলা হয়। সাধারণত সেই জনপদগুলোর দায়িত্বপ্রাপ্ত গভর্নর ও যাকাত উত্তোলকগণই শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করতেন।

মসজিদে নববীর কেন্দ্রীয় পাঠশালা

মদীনা অভিমুখে গণহিজরতের দু বছর আগেই মদীনা মুনাওয়ারায় মসজিদে বনূ যুরাইক, মসজিদে কুবা, নাকিউল খাদিমাত-সহ অনেকগুলো স্থানে কুরআন, ইসলামী ফিকহ ও শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলির পাঠদান কার্যক্রম চালু হয়ে যায়। যেসকল সাহাবী সেখানে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করতেন, তাঁরা গণসমাজে 'মুআল্লিম' (শিক্ষক) ও 'মুকরি' (কুরআনের শিক্ষক) উপাধিতে প্রসিদ্ধ হয়ে যান। তাঁদের কাছে প্রচুর শিক্ষার্থী দ্বীনী শিক্ষা সম্পন্ন করেন।

এরপর যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আগমন করেন,